■ ১৬.৪. ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় (Expenditure of the Central Government in India)

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় করে সেটিই হল ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়কে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর পরিকল্পনার শুরুতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়কে প্রচলিত ধারণা অনুসারে রাজস্ব খাতে ব্যয় ও মূলধনী খাতে ব্যয় এই দুটি ভাগে ভাগ করা হতো। কিন্তু 1987-88 সালের বাজেট থেকে ভারতে সরকারি ব্যয়ের নতুন শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। তাই 1987-88 সালের পূর্বে ভারতের রাজস্ব খাতে ব্যয়ের মূল ভাগ ছিল তিনটি : (ক) **অসামরিক ব্যয়** : যার মধ্যে ছিল (i) সাধারণ সেবা কাজ, (ii) সামাজিক কাজকর্ম, (iii) অর্থনৈতিক কাজকর্ম।

(খ) **সামরিক ব্যয়।**

(গ) **কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও রাজ্য সরকারকে সাহায্য/অনুদান।**

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এই সময়ে সরকারি ব্যয়ের আর এক ধরনের শ্রেণীবিভাগ করেন। এই শ্রেণীবিভাগে সরকারি ব্যয়ের মূল ভাগ ছিল তিনটি :

(ক) **উন্নয়নমূলক ব্যয়** : এই ব্যয়ের মধ্যে ছিল : (i) সামাজিক ও গোষ্ঠী উন্নয়ন, (ii) অর্থনৈতিক সেবা কাজ, (iii) রাজ্য সরকারকে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেওয়া সাহায্য/অনুদান।

(খ) **সামরিক ব্যয়** : এই ব্যয়ের মধ্যে ছিল অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মীদের পেনসনসহ সামরিক বাহিনীর জন্য ব্যয়।

(গ) **কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ব্যয়** : এই ব্যয়ের মধ্যে ছিল : (i) কর ও শুল্ক আদায়ের জন্য ব্যয়, (ii) প্রশাসনিক সেবা, (iii) সুদ প্রদান, (iv) পেনসনসহ অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধা প্রদান, (v) রাজ্যগুলিকে অন্যান্য সাহায্য।

সামরিক ব্যয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ব্যয় যোগ করে ঐ যোগফলকে অ-উন্নয়নমূলক ব্যয় বলে চিহ্নিত করা হয়।

1987-88 সালের বাজেট থেকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয়ের যে নতুন শ্রেণীবিভাগ করে তাতে সরকারি ব্যয়কে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটি হল পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যয় এবং অপরটি হল পরিকল্পনা খাতে ব্যয়।

(ক) **পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যয়** : পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতের ব্যয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হল রাজস্ব খাতে ব্যয় এবং অপরটি হল মূলধনী খাতে ব্যয়।

(১) **রাজস্ব খাতে ব্যয়** : পরিকল্পনা বহির্ভূত রাজস্ব খাতে ব্যয়ের মধ্যে আছে (i) সুদ প্রদান, (ii) প্রতিরক্ষায় রাজস্ব খাতে ব্যয়, (iii) প্রধান ভর্তুকিসমূহ (খাদ্য, সার এবং রপ্তানি প্রসারে), (iv) অন্যান্য ভর্তুকিসমূহ, (v) কৃষকদের ঋণ মকুব, (vi) ডাকবিভাগের ঘাটতি, (vii) পুলিশ খাত, (viii) পেনসন, (ix) অন্যান্য সাধারণ সেবাসমূহ (কর সংগ্রহ, বৈদেশিক সম্পর্কীয় ইত্যাদি), (x) সামাজিক সেবাসমূহ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি), (xi) অর্থনৈতিক সেবাসমূহ (কৃষি, শিল্প, শক্তি, পরিবহন, যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি), (xii) রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে সাহায্য/অনুদান, (xiii) বিদেশি সরকারকে সাহায্য।

(২) **মূলধনী খাতে ব্যয়** : পরিকল্পনা বহির্ভূত মূলধনী খাতে ব্যয়ের মধ্যে আছে (i) প্রতিরক্ষার মূলধনী খাতে ব্যয়, (ii) সরকারি উদ্যোগের প্রতিষ্ঠা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও বিদেশি সরকারকে দেওয়া ঋণ, (iii) অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধনী ব্যয়, (iv) সামাজিক ও গোষ্ঠী উন্নয়নের মূলধনী ব্যয়, (v) সাধারণ সেবাসমূহের মূলধনী ব্যয়।

(খ) **পরিকল্পনা খাতে ব্যয়** : পরিকল্পনা খাতে ভারত সরকারের ব্যয়কেও দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল রাজস্ব খাতে ব্যয় এবং অপরটি হল মূলধনী খাতে ব্যয়।

(১) **রাজস্ব খাতে ব্যয়** : পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে ব্যয়ের মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ব্যয় এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সাহায্য।

Scanned with CamScanner

(a) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় ব্যয় : এই ব্যয়ের মধ্যে আছে (i) কৃষি, (ii) গ্রামোন্নয়ন, (iii) সেচ ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, (iv) শক্তি, (v) শিল্প ও খনি, (vi) পরিবহন, (vii) যোগাযোগ, (viii) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ, (ix) সামাজিক সেবাসমূহ ইত্যাদি।

(b) রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সাহায্য : কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য ভাগ হল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সাহায্য।

(২) মূলধনী খাতে ব্যয় : পরিকল্পনা খাতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধনী খাতে ব্যয়ের মধ্যেও আছে (i) প্রতিরক্ষায় মূলধনী খাতে ব্যয়, (ii) রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনায় অর্থসংস্থান এবং বিদেশি সরকারকে ঋণ প্রদান, (iii) অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধনী ব্যয়, (iv) সামাজিক ও গোষ্ঠী উন্নয়নের মূলধনী ব্যয়, (v) সাধারণ সেবাসমূহের মূলধনী ব্যয়।

1951 সালে ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পনার শুরুতে 1950-51 সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 530 কোটি টাকা। এই ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব খাতে ব্যয়ের অংশ ছিল 66 শতাংশ এবং মূলধনী খাতে ব্যয়ের অংশ ছিল 34 শতাংশ। 2015-16 সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 17,77,477 কোটি টাকা হয়। এই ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব খাতে ব্যয়ের অংশ হল 60 শতাংশ এবং মূলধনী খাতে ব্যয়ের অংশ হল 40 শতাংশ। সুতরাং 1950-51 সাল থেকে 1981-82 সাল পর্যন্ত মোট কেন্দ্রীয় সরকারি ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি, যদিও রাজস্ব খাতে ব্যয়ের অংশ হ্রাস পেয়েছে।

■ ১৬.৫. ভারতের রাজ্য সরকারের ব্যয় (Expenditure of the State Governments in India)

ভারতের রাজ্য সরকারসমূহ বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় করে সেটি হল ভারতের রাজ্য সরকারের ব্যয়। ভারতের রাজ্য সরকারের ব্যয়কে মূলত দুটিতে শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি হল অ-উন্নয়ন খাতে ব্যয় এবং অপরটি হল উন্নয়ন খাতে ব্যয়।

(ক) অ-উন্নয়ন খাতে ব্যয় : রাজ্য সরকারের অ-উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের মধ্যে আছে (i) রাজ্য সরকারের কার্যসাধন, (ii) রাজস্ব পরিষেবাসমূহ (এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর ও রাজস্ব আদায়), (iii) সুদ প্রদান ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয় যার মধ্যে আছে ঋণের পরিমাণ হ্রাস, (iv) প্রশাসনিক পরিষেবা, (v) পেনসন এবং অন্যান্য সাধারণ পরিষেবা।

(খ) উন্নয়ন খাতে ব্যয় : রাজ্য সরকারের উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের মধ্যে আছে মূলত দুটি খাত; একটি হল সামাজিক ও গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিষেবা এবং অপরটি হল অর্থনৈতিক পরিষেবা।

(১) সামাজিক ও গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিষেবা : রাজ্য সরকারের সামাজিক ও গোষ্ঠী উন্নয়ন পরিষেবা ব্যয়ের খাতগুলি হল : (i) শিক্ষা, (ii) স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা, (iii) বাসস্থান, (iv) শ্রমিকের কর্মসংস্থান, (v) সামাজিক নিরাপত্তা, (vi) প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি।

(২) অর্থনৈতিক পরিষেবা : রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক পরিষেবামূলক ব্যয়ের খাতগুলি হল : (i) কৃষি, (ii) পশুস্বাস্থ্য সংক্রান্ত, (iii) সেচ, (iv) বিদ্যুৎ, (v) গ্রামীণ এবং গোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্প, (vi) পূর্ত কাজ (Civil Work), (vii) শিল্প ও খনি ইত্যাদি।

পরিকল্পনার শুরুতে 1951-52 সালে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক ও অ-উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয়ের অংশ ছিল উভয় ক্ষেত্রেই 50 শতাংশ। কিন্তু পরবর্তীকালে উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয়ের অংশ অ-উন্নয়নমূলক ব্যয়ের অংশের তুলনায় বেশি নয়।

অ-উন্নয়নমূলক খাতের মধ্যে সর্বাধিক ব্যয়ের খাত হল সুদ প্রদান। এর পরেই আছে পেনসন সহ প্রশাসনিক খাতে ব্যয়।

বর্তমানে রাজ্য সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃত অর্থে ভারতের রাজ্য সরকারের ব্যয়ের খুব কম অংশই হল মূলধনী খাতে ব্যয়।

Scanned with CamScanner

■ ১৬.৬. ভারতের সরকারি ব্যয়ের প্রকৃতি ও পরিমাণ : সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির কারণ ও ফলাফল (Nature and Magnitude of Public Expenditure in India : Causes and Effects of Increase in Public Expenditure)

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন খাতে সরকারের পক্ষ থেকে যে ব্যয় করা হয় সেটিই হল ভারতের সরকারি ব্যয়। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু থেকেই সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পনাকালে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয় এই ব্যয়ের বেশির ভাগ অংশই ব্যয় করা হয়েছে উন্নয়নমূলক খাতে। এছাড়া অ-উন্নয়নমূলক খাতেও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির একাধিক কারণ বর্তমান। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হল :

(১) **উন্নয়ন প্রকল্প :** 1951 সাল থেকে ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি ভারতের সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। প্রকৃতপক্ষে সরকারি উদ্যোগে উন্নয়নের একটি উন্নত পরিকাঠামোয় বৃহদায়তন মূল ও ভারী শিল্প স্থাপনের জন্য সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্তমান ভারতের মোট সরকারি ব্যয়ের অর্ধেক-এর বেশি হল উন্নয়ন খাতে ব্যয়। তাই বলা যায়, ভারতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি।

(২) **ভর্তুকি প্রদান :** ভারতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল নির্বিচারে ভর্তুকি প্রদান। ভারতে ভর্তুকি দেওয়া হয় নগদ অর্থে (খাদ্য, সার, রপ্তানি ক্ষেত্রে), সুদ বা ঋণের ভর্তুকি (বাজারের সুদের হারের তুলনায় কম সুদের হারে ঋণ প্রদান), কর ভর্তুকি (দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দানের কর ছাড়, চিকিৎসা খাতে ব্যয়ের কর ছাড়), দ্রব্যের মাধ্যমে ভর্তুকি (সমাজের বিশেষ গোষ্ঠীকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ, চিকিৎসার ব্যবস্থা) ইত্যাদি। এই সমস্ত ভর্তুকির পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যও সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান কালে ভর্তুকির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩) **প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় :** ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ী। স্বাধীনতার পর ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় এইভাবে দ্রুতহারে বৃদ্ধির জন্য সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৪) **সুদ প্রদান ও ঋণজনিত ব্যয় :** বিভিন্ন সময়ে সরকার যে ঋণগ্রহণ করে তার সুদ বাবদ সরকারি ব্যয়কে ঋণজনিত ব্যয় বলে। স্বাধীনতার পর থেকেই এই খাতে সরকারি ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারত সরকারের সুদ প্রদানের ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতে দ্রুতহারে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির এটিও একটি কারণ।

(৫) **বেসামরিক শাসন কাজ পরিচালনা :** স্বাধীনতার পর ভারতের ব্যয়বহুল মাথাভারী প্রশাসনের সম্প্রসারণ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য সরকার যেমন আমলাদের উপর নির্ভরশীল ঠিক একইভাবে তাদের খুশি রাখার জন্য প্রায়ই নানাধরনের সুযোগসুবিধা দিতে হয়েছে। তাই দেখা যায় প্রশাসনিক স্বার্থে নতুন নতুন দপ্তর, অফিস, আদালত ইত্যাদি স্থাপন করতে হয়েছে। ফলে সরকারি দপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিদেশে দূত ও প্রতিনিধি প্রেরণ, সরকারি কর্মচারীদের বেতনক্রম সংশোধন প্রভৃতির প্রয়োজনে সরকারি ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সঙ্গে আছে প্রতিটি নির্বাচনের বিশাল ব্যয়। তাই বলা যায়, বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির একটি কারণ।

(৬) **গণতন্ত্রের ব্যয়ভার :** গণতন্ত্রে ক্ষমতায় থাকলে সরকারের রাজনৈতিক সমর্থকদের চাপে বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন প্রকার সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করতে হয়। অনেক সময় সরকারের রাজনৈতিক সমর্থকদের চাপে পড়ে অকাম্য খাতেও সরকারকে ব্যয় করতে হয়। ভারতের সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির এটিও একটি কারণ।

(৭) **মুদ্রাস্ফীতি :** পরিকল্পনাকালে ভারতের অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ী। সরকারকে সেবামূলক কাজসহ অন্যান্য কাজের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য যে ব্যয় করতে হয় মুদ্রাস্ফীতির ফলে সেই ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও মহার্ঘভাতা সরকারকে বৃদ্ধি করতে হয়। তাই বলা হয়, ভারতের মুদ্রাস্ফীতি সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

Scanned with CamScanner

(৮) **সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ঃ** সরকারি দপ্তরের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ী। যেমন পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি সত্ত্বেও সরকারি দপ্তরের গাড়ি সরকারি কর্মচারীরা বহু সময়েই অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া সরকারি দপ্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মীও নিযুক্ত থাকে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যেমন **রাজা চেলিয়া কমিটির** (RAJA J. Chelliah)-এর মতে ভারতের সরকারি দপ্তরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মীর সংখ্যা হল 20 থেকে 25 শতাংশ। এছাড়া **ব্যয় সংস্কার কমিশন** (Expenditure Reform Commission) ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের 36টি বিভাগ/মন্ত্রী দপ্তর-এর কাজকর্ম পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসে যে, অনুমোদন দেওয়া 8,65,000 জন কর্মীর মধ্যে 42,200 জন কর্মী হল অতিরিক্ত, যাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের মাত্রা। তাই বলা যায়, সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির জন্যও দায়ী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির কারণ বহুবিধ। ভারতে সরকারি ব্যয় 1951 সাল থেকে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অর্থনীতিতে সুফল ও কুফল উভয়ই সৃষ্টি হয়েছে। তাই ভারতের সরকারি ব্যয়ের **অর্থনৈতিক ফলাফলগুলি** আলোচনা করা হল।

(১) **মূলধন গঠন ঃ** ভারতের সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করেছে। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সরকারি মূলধন গঠনের হার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তার পরোক্ষ প্রভাবে বেসরকারি মূলধন গঠনের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতের সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সরকারি মূলধন গঠন সম্ভব হয়েছে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করেছে। যদিও বর্তমানে এই হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে তা সত্ত্বেও কিন্তু এর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

(২) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** ভারতের সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করেছে। এই উন্নয়ন বিশেষভাবে কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, শিল্প বিকাশ, পরিবহন, যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখা যায়। এইভাবেই সরকারি ব্যয় অর্থনীতির পরিকাঠামো সুদৃঢ় করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করছে এবং সেই সঙ্গে অর্থনীতিতে বৈচিত্র্যও আসছে।

(৩) **সমাজ কল্যাণমূলক কাজ ঃ** ভারতের সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে দেশের অভ্যন্তরে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের প্রসার ঘটানো সম্ভব হয়েছে। ভারতে বিভিন্ন ধরনের সরকারি স্কুল-কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল, পার্ক ইত্যাদি তৈরির মাধ্যমে সমাজসেবামূলক কাজ সৃষ্টিতে সরকারি ব্যয় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

(৪) **কর্মসংস্থান ঃ** ভারতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার প্রভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধা ও বৈচিত্র্য আসার ফলে বেকারত্ব হ্রাস করা কিছুটা সম্ভব হয়েছে।

(৫) **সমাজে আয় বৈষম্য হ্রাস ঃ** ভারতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ বাস্তবায়িত হওয়ায় সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মানের সামান্যতম উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে এবং এর প্রভাবে সমাজের আয় বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

(৬) **আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ঃ** ভারতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অনুন্নত অঞ্চলে নানাধরনের অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে দূর না হলেও কিছুটা অন্তত হ্রাস পেয়েছে।

(৭) **মুদ্রাস্ফীতি ঃ** ভারতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির একটি অকাম্য প্রভাব হল মুদ্রাস্ফীতি। অধিকাংশ সময়েই সরকার তার বিশাল ব্যয়ের অর্থসংস্থানের জন্য নোট ছাপানোর ব্যবস্থা করেছে বাজেটে ঘাটতি দূর করার জন্য। অতিরিক্ত নোট ছাপানোর ফলে বাজারে অতিরিক্ত চাহিদাহেতু সৃষ্টি হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। ভারতের ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির জন্য সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হেতু ঘাটতি ব্যয়কে দায়ী করা হয়।

(৮) **অনুৎপাদনশীল ব্যয় ঃ** ভারতের সরকারি ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিরক্ষা, সুদ প্রদান, ভর্তুকি প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে ব্যয় হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হয়ে ওঠেনি। এই পরিস্থিতিতে সরকারকে এই সমস্ত খাতে ব্যয় মেটানোর জন্য উচ্চ হারে কর আরোপ করতে হয়। এর প্রভাবে জনসাধারণের উৎপাদন ও সঞ্চয়ের আগ্রহ নষ্ট হয় এবং করফাঁকির প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়।

Scanned with CamScanner

(৯) রাজ্য সরকারগুলির সমস্যা : কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে রাজ্য সরকারগুলির সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ এই ধরনের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে রাজ্য সরকারের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ স্থানান্তরের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে রাজ্য সরকারগুলি অর্থের অভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ভারতীয় অর্থনীতিতে একদিকে যেমন সুফলদায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছে অপরদিকে তেমনি কয়েকটি ক্ষেত্রে কুফলও প্রদান করছে। তাই উপসংহারে বলা যায় বিচার-বিহীনভাবে সরকারি ব্যয় অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে ব্যয় না করে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রেখে যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে সরকারি ব্যয়কে পরিচালিত করা উচিত।

■ ১৬.৭. বাজেট ঘাটতি ও ফিসক্যাল ঘাটতির ধারণা ও গতিপ্রকৃতি (Concept of Budget Deficit and Fiscal Deficit and its Trend)

সরকারি বাজেটে চলতি ও মূলধনী খাতে মোট আয়ের সঙ্গে চলতি ও মূলধনী খাতে মোট ব্যয়ের পার্থক্যকে **বাজেট ঘাটতি (Budget Deficit)** বলে। সুতরাং বাজেট ঘাটতি হল সরকারের মোট আয় (চলতি খাতে আয় + মূলধনী খাতে আয়) ও মোট ব্যয় (চলতি খাতে ব্যয় + মূলধনী খাতে ব্যয়) এর পার্থক্য, অর্থাৎ

বাজেট ঘাটতি = সরকারের মোট আয় – সরকারের মোট ব্যয়।

সুতরাং বাজেট ঘাটতি ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে। সরকারের মোট আয়ের তুলনায় মোট ব্যয় অধিক হলে তাকেই বাজেট ঘাটতি বলে।

বাজেট ঘাটতি সহ বাজারে ঋণ ও অন্যান্য দায়ের (Liabilities) যোগফলকে বলে **ফিসক্যাল ঘাটতি** (Fiscal Deficit), অর্থাৎ

ফিসক্যাল ঘাটতি = বাজেট ঘাটতি + বাজারের ঋণ ও অন্যান্য দায়।

সুতরাং ফিসক্যাল ঘাটতি হল সরকারের মোট ঋণ ও দায়ের পরিমাণ। অর্থনীতির দিক থেকে ফিসক্যাল ঘাটতিই হল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ঘাটতি একটি আর্থিক বৎসরে সরকারের প্রকৃত ঋণ ও দায়ের পরিমাণ সূচিত করে।

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল ফিসক্যাল সংস্কার। এই সংস্কার কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য আর্থিক বৎসর হল 2004-2005। এই আর্থিক বৎসরের উল্লেখযোগ্য সংস্কারগুলি হল **ফিসক্যাল দায়িত্ব ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন 2003** [Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM)] চালু হয় 2004 সালের জুলাই মাসে। এই আইন অনুসারে 2008 সালের মধ্যে রাজ্য সরকারগুলির রাজস্ব ঘাটতি (Revenue Deficit) দূর করা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ঋণের পরিমাণও একটি স্তরে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়। এছাড়া অভ্যন্তরীণ কর কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের জন্য 2005 সালের এপ্রিল মাসে চালু করা হয় রাজ্য মূল্য সংযোজন কর (VAT)।

2005-2006 সালের আর্থিক বৎসরে গুরুত্বপূর্ণ ফিসক্যাল ব্যবস্থাগুলি হল : বাণিজ্য করের সর্বোচ্চ হার হ্রাস, অন্তঃশুল্কের কাঠামোগত ত্রুটি সংশোধন, কর ছাড়ের পুনর্বিন্যাস এবং করদাতাদের স্বেচ্ছায় কর প্রদানের উদ্দেশ্যে করদাতাদের সুযোগসুবিধা প্রদান, মূল্য সংযোজন করের (VAT) মাধ্যমে দ্রব্য সংক্রান্ত করের সামঞ্জস্যকরণ, বাজেটের কর বরাদ্দের প্রতিদান বৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয়ের নতুন নতুন পদ্ধতি ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার ভারতে প্রবর্তিত নতুন আর্থিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ফিসক্যাল সংস্কারের মাধ্যমে ফিসক্যাল ঘাটতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার প্রচেষ্টা বিভিন্ন দিক থেকে গ্রহণ করেছে।

■ ১৬.৮. ভারতের কৃষিক্ষেত্রে করের ...

Scanned with CamScanner